লিটল বয় : হিরোসিমা

আণবিক বোমার বলি জাপানের দুই শহর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি - এই দু'টি শহরের উপর মার্কিন বাহিনীর আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে শহর দু'টি ধ্বংস হয়ে যায়। আগুনে পুড়ে ও বিষক্রিয়ায় হিরোসিমায় ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ও নাগাসাকিতে ৬০-৮০ হাজার

মানুষের মৃত্যু হয়। যারা বেঁচে থাকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই দুরারোগ্য ক্যানসার ও লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়।

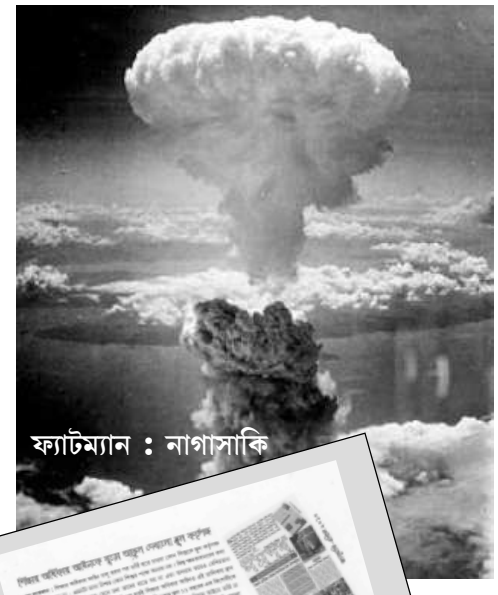

ফ্যাটম্যান : নাগাসাকি

সমপথ

জুলাই-আগস্ট ২০১০

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

৫৫ শতাংশ ভারতবাসীই দরিদ্র : রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট

রবি রায় : ভারতে স্বাধীনতার তেষট্টি বছর উদযাপনের যখন প্রস্তুতি চলছে, তার প্রায় এক মাস আগে রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়ে দিল এক তিক্ত তথ্য - ভারতের ৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ বিশ্বের দরিদ্র মানুষের তালিকায় স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ ভারতবাসীই দরিদ্র। এই হিসাব ভারতের সরকারি তথ্যের দ্বিগুণের থেকে কিছুটা কম। গত এপ্রিলে যোজনা কমিশন জানিয়েছিল, ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা ৪৪ কোটি, অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আরও প্রকাশ, দারিদ্রে আফ্রিকাকে হার মানাচ্ছে দেশের ৮টি রাজ্য, যার মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। বিহার, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়ের সাথেই উল্লেখিত হয়েছে আমাদের রাজ্যেরও নাম রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুসারে এমনকী দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিরও ৪০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র কেরালা, যেখানে ২০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মধ্যরাতের ভাষণে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দারিদ্র ও বৈষম্য অবসানের আহ্বান যে মোটেই কার্যকর হয়নি তা আর একবার প্রমানিত হল রাষ্ট্রপুঞ্জের এই রিপোর্টে।

বিশ্বের ১০৪টি দেশের (মোট জনসংখ্যা ৫২০ কোটি, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ) দরিদ্রদের চিহ্নিত করতে 'অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ' যে নতুন মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে, তার ভিত্তিতেই ইউএনডিপি (রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি)-র সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে এই সমীক্ষা রিপোর্ট। এই নতুন 'বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক' (মাল্টি-ডাইমেনশনাল পর্ভার্টি ইন্ডেক্স বা এমপিআই) বলছে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড ও রাজস্থান- এই ৮টি রাজ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪২ কোটি ১০ লক্ষ। আফ্রিকার দরিদ্রতম ২৬টি দেশের ৪১ কোটি দরিদ্রের চেয়েও যা বেশি। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সাল থেকে মানব উন্নয়ন সূচকের (এইচডিআই) নিরিখে দারিদ্রের পরিমাপ করে ইউএনডিপি। এ বারই মাপকাঠি বদলে তারা এমপিআই-কে দারিদ্র পরিমাপের সূচক হিসাবে ব্যবহার করছে। আগামী অক্টোবর মাসে এই সূচকের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ তার মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করবে। এমপিআই সূচকের নতুনত্ব হল, এই সূচক শুধু গড় আয়ু বা শিক্ষার নিরিখে নির্ধারিত সূচক নয়, এর সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার, স্বাস্থ্য ও পরিস্রুত জলের মতো পরিষেবা পাওয়ার অধিকারও বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ, শৌচাগারের সুবিধা বা রান্নায় কি ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, সেই তথ্যও দারিদ্র পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এই রিপোর্টের যে বাস্তবতা আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখা যায় সর্বোচ্চ আদালত সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে গুদামে খাবার না পচিয়ে গরিবদের মধ্যে তা বিনামূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক। সরকার অবশ্য এই নির্দেশ এখনও মানেনি, মানবে বলে মনেও হয় না। বিপরীতে দেখা গেছে, সরকার বিনামূল্যে রাজস্থানের ১০০০ বিপিএল কার্ডধারীদের মধ্যে মোবাইল ফোন বিলি করেছে। এর থেকে বড় তামাশা আর কি হতে পারে!

মডেল বিদ্যালয়

ওয়েবেন ও নাফরে জন আন্দোলনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কর্মশালা

সম্প্রতি ভারত সরকার 'শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' সারা দেশে বলবৎ করেছে। এই আইন মোতাবেক শিশুর জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় পরিকাঠামো ও পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। ওয়েবেন ও নাফরে জন আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে শিশুর শিক্ষার আইনি অধিকার নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন করে আসছে। তাই আইনটিকে মাথায় রেখে দেশের ১৭টি রাজ্যে সরকারি প্রাথমিক আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৮ই আগস্ট কলকাতার সেবাকেন্দ্রে মডেল বিদ্যালয় তৈরির একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য, স্বনির্ভরগোষ্ঠী দলনায়িকা তথা সদস্যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ৯টি জেলার ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ১২ জন শিক্ষক, ৯ জন গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য ও ৮ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা। বিদ্যালয়গুলি হল- **বাঁকুড়া** জেলার বুধানপুর এফ পি স্কুল, **পুরুলিয়া** জেলার রসুলডি জুনিয়র বেসিক স্কুল, **মালদা** জেলার বীরনগর শিমুলতলা প্রাইমারি স্কুল ও রবিরামতলা প্রাইমারি স্কুল, **উত্তর ২৪ পরগনা** জেলার দেউলি এফ পি স্কুল, **উত্তর দিনাজপুর** জেলার মোহনপুর এফ পি স্কুল ও উত্তর বলাইগাঁও এফ পি স্কুল, **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলার খোদাদাতপুর প্রি প্রাইমারি স্কুল ও নারায়ণতলা এফ পি স্কুল, **পূর্ব মেদিনীপুর** জেলার সুন্দরনগর ভি এন প্রাইমারি

শেষাংশ ৬ পাতায়

আওয়াজ উঠুক - ''দারিদ্র কেন?''

• সাংগঠনিক রিপোর্ট •

ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী

গত ৯ জুলাই ওয়েবেনের রাজ্য কার্যকরী কমিটির সভায় সব জেলাতেই চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন জেলায় বিষয়গুলির উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে ৭টি জেলার রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। রাজ্য সঞ্চালকদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তুত এই রিপোর্ট থেকে একটি জেলার কর্মীরা অন্য জেলাগুলির কাজকর্ম, সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। এই রিপোর্ট থেকে সাধারণ পাঠকরাও ওয়েবেন সম্পর্কে অবগত হবেন এবং ওয়েবেনের কাজে যোগদান করে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারবেন। আলোচনার বিষয়গুলি ছিল -**(১) জেলা মঞ্চ পরিচালন ব্যবস্থা, (২) রাজ্য ই.সি.-তে জেলা প্রতিনিধিত্ব ও প্রত্যাশা, (৩) ২০১০-১১ সালের পরিকল্পনা ও (৪) মডেল বিদ্যালয় চিহ্নিতকরণ ও কর্মশালা**।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা :

গত **১৭ জুলাই** গোপাল দেবনাথের সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় উস্থি ব্লকের হরিপুর শিশু শিক্ষা নিকেতনে। সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর-১, উস্থি, মন্দিরবাজার ও মগরাহাট-১ ব্লকের প্রতিনিধিবৃন্দ তথা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ। কিছু এলাকার সদস্য সভায় উপস্থিত হতে পারেননি।

সভাপতির অনুমতিক্রমে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, গত ৯ জুলাই রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলার এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। অন্য জেলাগুলিতেও একইভাবে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যস্তরীয় সভায় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। এর কারণগুলি হল -

- রাজ্যস্তরীয় সিদ্ধান্তগুলি জেলাস্তরে ঠিকমত এসে পৌঁছায় না, আবার অন্যদিকে জেলার সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যতেও ঠিকমত পৌঁছায় না
- রাজ্যতে প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতা নেই
- ক্রাই থেকে যে অনুদান পাওয়া যায় তার অধিকাংশ ফেরত যায়, কারণ সব জেলায় ওয়েবেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী রূপায়িত হয়না। ওয়েবেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা জানতে পারছে না
- কাজের ধারাবাহিকতা নেই

তিনি আরও বলেন, জেলা মঞ্চকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। তিনি উপস্থিত সদস্যগণকে জেলা নেতৃত্ব নিয়ে কি কি সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে মতামত জানাতে বলেন। এরপর উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে নিম্নলিখিত বক্তব্য উঠে আসে -

- জেলার কার্যক্রম ও সভা নিয়মিত হয়না
- সব সদস্যদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা নেই এবং অনিয়মিত
- NGO নির্ভরশীলতা রয়েছে
- সদস্যদের সময়ের অভাব
- জেলায় সব ব্লকে ওয়েবেনের কার্যাবলী ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি

এরপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়।

বিষয় ১ : স্বপন পন্ডা বলেন যৌথ উদ্যোগে সমাজে পরিবর্তন আনাই ওয়েবেনের উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিন ধরে সম্মিলিতভাবে যে কোন ইস্যু নিয়ে রাজ্য, জেলা ও জাতীয়স্তরে কাজ করতে হবে। সংগঠন পরিচালনা করতে নিয়মিতভাবে ন্যূনতম কি কি কাজ করা যাবে তার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করতে হবে। এর জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন -

- ছোট ছোট কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করতে হবে
- জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা নিয়মিত বসবে
- জেলা সম্পাদকমন্ডলী পরিকল্পনা রূপায়ণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে
- নির্দিষ্ট বসার জায়গা থাকবে, নথিপত্র থাকবে
- জেলার সঞ্চালনার জন্য একজন অস্থায়ী কর্মী থাকার প্রয়োজন
- অল্পসংখ্যক হলেও, যারা উৎসাহী তাদের নিয়েই নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করা দরকার
- জেলার জন্য একটি স্থায়ী অফিস থাকা প্রয়োজন

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সদস্যগণ দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন -

- জেলা অফিস হতে পারে মথুরাপুর, লক্ষ্মিকান্তপুর বা মাধবপুরে। দায়িত্বে থাকবেন এমন তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। ১৪ আগষ্ট তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ১৫ আগস্টের মধ্যে নতুন অফিসে কাজ শুরু করা হবে
- সর্বসম্মতিক্রমে গোপাল প্রামানিকের পরিবর্তে জেলা আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন শ্রীমতি কল্পনা পাইক
- প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে
- যে দশটি ব্লকে কাজ হচ্ছে, তাদের প্রতিনিধিরা জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন
- জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা প্রতি মাসে হবে, যে মাসে জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হবে, সেই মাসে সম্পাদকমন্ডলীর সভা হবেনা
- জেলা সম্পাদকমন্ডলীতে কোন পরিবর্তন হবেনা
- জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদে মথুরাপুর-১ থেকে নির্বাচিত হন রবি শঙ্কর রায়
- প্রতি শনিবার জেলা সঞ্চালক অফিসে বসবেন
- সপ্তাহে একদিন করে (শনিবার/রবিবার) জেলা আহ্বায়কবৃন্দ অফিসে বসবেন
- নতুন জেলা অফিসে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে-
    - সদস্য রেজিস্টার থাকবে, যেখানে সদস্যদের নাম, গ্রাম, পোস্ট অফিস, পিন কোড নাম্বার, থানা, পেশা ও ফোন নাম্বার থাকবে
    - নিউজ পেপার কাটিং ফাইল থাকবে
    - রাজ্যের সঙ্গে correspondence ফাইল থাকবে
    - জেলা ও রাজ্যের IEC ফাইল থাকবে
    - IEC স্টক রেজিস্টার ফাইল থাকবে
    - বইপত্র, সমপথের রেজিস্টার থাকবে
    - Activities Record-এর ফাইল থাকবে
    - প্রোগ্রাম রিপোর্ট ফাইল থাকবে
    - প্রতিটা ব্লকের তথ্য সংগ্রহ করে ব্লকভিত্তিক ফাইল থাকবে
    - মিনিটস ফাইল থাকবে
    - অ্যাকাউন্টস রেজিস্টার থাকবে
    - ব্লক কমিটির তথ্য ফাইল থাকবে
    - বাজেট ও পরিকল্পনা ফাইল থাকবে

বিষয় ২ : দীর্ঘ আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় -

- রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদে জেলা প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন হবেনা, জেলা আহ্বায়ক হিসাবে সুজন দাস রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত হন
- রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আগে জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা আহ্বান করে আলোচ্যসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ও সেই সিদ্ধান্তগুলি রাজ্য কমিটির সভায় জানানো হবে
- রাজ্য কমিটির সদস্য যিনি বা যারা জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি বা তারা রাজ্য কমিটির সভায় জেলার প্রত্যাশা জানাবেন ও রাজ্যের সিদ্ধান্তগুলি জেলা সদস্যদের জানাবেন।

বিষয় ৩ : ওয়েবেনের বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। স্বপন পন্ডা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি খসড়া ফরম্যাট প্রস্তাব করেন, যাতে থাকবে -

কাজের নাম - মোট সংখ্যা - স্থান - দায়িত্ব - সময়

পরবর্তী জেলা সম্পাদকমন্ডলীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

এরপর দীর্ঘ আলোচনার পর স্থানীয় বিষয়গুলি স্থির করা হয় - ১. নদীবাঁধ ২. ম্যানগ্রোভ গাছ সংরক্ষণ ৩. পাচার ৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ৫. শিশু মৃত্যু ৬. স্থানান্তর

উপরোক্ত ইস্যুগুলির মধ্যে দু'টি স্থানীয় ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত হয় - ১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ২. শিশু ও নারী পাচার

ছোট ছোট কাজ যেগুলি নিয়মিত করা যাবে সে বিষয়ে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - ১. গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে সভা আহ্বান করে পঞ্চায়েত সদস্য, শিক্ষকদের উপস্থিতিতে শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা ও প্রচার করা ২. সমপথ বিতরণ ও স্থায়ী গ্রাহক সংগ্রহ করা ৩. নারী ও শিশু পাচার চিহ্নিতকরণ ও CWC, ICPS, DM-কে জানানো ৪. ICDS-কে নির্দিষ্ট করে (২/৩ টি করে প্রতি ব্লকে) সমস্যা চিহ্নিত করে CDPO, DPO, SDO-কে ওকালতি করা ৫. সদস্য সংগ্রহ ৬. NREGA নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, এক্ষেত্রে তথ্যের অধিকার আইনের সাহায্য নেওয়া বে।

বিষয় ৪ : স্বপন পন্ডা এই কর্মসূচীকে রূপায়ণ করার জন্য নিম্ন লিখিত তথ্যগুলি জেলাকে জানানোর জন্য বলেন -
ক. কোন ব্লকে করা হবে চিহ্নিত করা **খ.** সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে **গ.** স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে

এরপর জেলা নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তাঁরা দু'টি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন -
১. খোদাদাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম+পোস্ট+সংসদ - চিত্রগঞ্জ, ব্লক - মথুরাপুর ১, লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান শিক্ষক - যাদব গায়েন
স্বনির্ভরগোষ্ঠীর নাম - চিত্রগঞ্জ পথের দিশ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মথুরাপুর ১
দলনেত্রী - অনিতা চ্যাটার্জী

২. নারায়ণীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম - দক্ষিণ গোবিন্দপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত - রামগঙ্গা, পোস্ট - শিব গোবিন্দপুর, ব্লক - পাথর প্রতিমা, চক্র - পাথর প্রতিমা
প্রধান শিক্ষক - প্রভাত দাস
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম - উমা SGSY Group
দলনেত্রী - উৎপলা বেরা
ভি ই সি সভাপতি - কমলেশ সিংহ

উত্তর ২৪ পরগনা :

গত **১৮ জুলাই** কেনারাম দাসের সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্কের জেলা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের (EC) সভা অনুষ্ঠিত হয় স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী দিশায়। সভায় উপস্থিতি ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট-১ ও ২, বাদুরিয়া, বনগাঁ, হাসনাবাদ, বাগদা, দেগঙ্গা, স্বরুপনগর ও হাবরা-১ ব্লকের প্রতিনিধিবৃন্দ তথা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ।

বিষয় ১ : সভার শুরুতে জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য দীলিপ পাল জেলায় ওয়েবেনের জন্মলগ্ন থেকে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়, জেলা কমিটিতে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। বেশ কিছু সদস্য পরিবর্ত সদস্য পাঠান। এই জেলায় মোট ২৫ জনের কার্যনির্বাহী পরিষদের কমিটি আছে, এই কমিটিতে ২জন আমন্ত্রিত সদস্য আছেন। তাঁরা বেশ কিছু কর্মসূচী অতীতেও নিয়েছেন, সাম্প্রতিককালেও শিক্ষা অধিকার প্রয়োগ যাত্রা নামক একটি র‍্যালি করেছেন জেলার ৬টি ব্লকে। এছাড়াও কিছু শিশু সম্মেলন, ব্লক ও জেলাস্তরে ধারণা বৃদ্ধির কর্মশালা, ওকালতি, ব্লকস্তরে সেন্সিটাইজেশন হয়েছে। অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী বলেন, রাজ্য কোন আলাদা বডি নয়, জেলা নেটওয়ার্ক নিয়েই রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। তাঁর একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সভার সদস্যগণ বলেন, গ্রামস্তরে ও ব্লক টিমের সঙ্গে আলোচনার পর জেলা কার্য্যনির্বাহী পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য পরিকল্পনার সিদ্ধান্তগুলি জেলা টিমে আলোচনা হয়। প্রয়োজনমত core team-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে জেলায় মূলত দু'জন জেলা আহ্বায়ক ও অন্য দু'জন সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। রাজ্য সঞ্চালক জেলাতে তথ্য সংরক্ষণ ও জেলা নেটওয়ার্ককে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নতুন অফিসের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া জেলা administration-কে সক্রিয় করতে তিনি নিম্নলিখিত

প্রস্তাবগুলি দেন-

• নতুন জেলা অফিসে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে - সদস্য রেজিস্টার থাকবে, যেখানে সদস্যদের নাম, গ্রাম, পোষ্ট অফিস, পিন কোড নাম্বার, থানা, পেশা ও ফোন নাম্বার থাকবে • নিউজ পেপার কাটিং ফাইল, রাজ্যের সঙ্গে correspondence ফাইল, জেলা ও রাজ্যের IEC ফাইল, • IEC স্টক রেজিস্টার ফাইল, প্রোগ্রাম রিপোর্ট ফাইল, প্রতিটি ব্লকের তথ্যসংগ্রহ করে ব্লকভিত্তিক ফাইল, মিনিটস ফাইল, ব্লক কমিটির তথ্য ফাইল, বাজেট ও পরিকল্পনা ফাইল প্রভৃতি থাকবে • বইপত্র, সমপথের রেজিস্টার থাকবে • অ্যাকাউন্টস রেজিস্টার থাকবে • প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হবে, প্রতি মাসে জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা আয়োজিত হবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সদস্য কুতুবুদ্দিন আহমেদ বলেন জেলাতে তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী কোন পরিকাঠামো নেই, প্রয়োজনীয় তথ্য সদস্য সংগঠনগুলির কাছ থেকে নেওয়া হয়। তিনি বেশ কিছু ফাইল সংরক্ষণ করে কাজ করে থাকেন। জেলায় কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় মিটিং হয় বিভিন্ন ব্লকে ও পার্টনার NGOদের অফিসে। তবে সদস্য সংগঠন বিথারী দিশা তাদের একটি ঘর জেলা নেটওয়ার্কের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে পারে। এবিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জেলার অন্যতম সদস্য বিষ্ণুপদ মৃধা বলেন, ওয়েবেনের বেশ কিছু কাজ যেন বাজেটকে মাথায় রেখেই করা হয়, কর্মসূচীকে মাথায় রেখে বাজেট করা হয়না। অনেকেই ওয়েবেন সম্পর্কে ধারণা না নিয়ে সদস্যপদ নেন। অনেক সদস্য জেলা কমিটিতে থাকলেও পরবর্তীকালে সক্রিয় থাকছেন না। সদস্যদের দক্ষতা ও ধারণা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, যা আগে আয়োজিত হলেও কার্যকরী হয়নি। NGO নেতৃত্বের সময়ের অভাব, ফলে কাজে সমস্যা হচ্ছে। কাজে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে, সমপথ পত্রিকাও নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছেনা।

বিষয় ২ : দীর্ঘ আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন -

• কুতুব উদ্দিন আহমেদকে রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদে যুক্ত করার জন্য জেলার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়, সংবিধানগত কিছু সমস্যা থাকায় বিষয়টি জেলা ও রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচিত হবে • জেলার পক্ষ থেকে যাঁরা রাজ্য কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকলে তা পরবর্তী জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচিত হবে।

বিষয় ৩ : পরবর্তী জেলা কমিটির সভায় পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ও পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হবে।

বিষয় ৪: মডেল বিদ্যালয় কর্মসূচীর উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন গৌরগোপাল সরদার ও দীপালি নন্দী। দীপালি নন্দী বলেন এমন একজন সদস্যকে এই কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে যিনি কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মডেল বিদ্যালয়ের সূচকগুলি পূর্ণ করার জন্য ঐ সদস্য সক্রিয় হবেন ও বিভিন্নস্তরে ওকালতি করবেন। বিদ্যালয়ের নামগুলি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নামগুলি পরের সভায় জানানো হবে।

পূর্ব মেদিনীপুর :

গত **১৯ জুলাই** কাঁথির ভূবন ভিলায় পার্থসারথী দাশের সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্কের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় মোট ১৩টি ব্লকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে পার্থসারথী দাশ বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন হয়েছে, সে ব্যাপারে কতটা কাজ হয়েছে এবং আরও কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সভাপতির সম্মতিক্রমে অন্যতম জেলা নেতৃত্ব সমরবরণ মান্না জানান যে অনিবার্য কারণে ইতিপূর্বে নির্ধারিত দুটো ই.সি. মিটিং-এর তারিখ পরিবর্তী হয়েছে এবং আজকে মূল চারটি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হবে। এরপর মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

জেলা **মঞ্চ পরিচালনা** নিয়ে বলতে গিয়ে স্বপন পন্ডা বলেন, এই জেলায় বর্তমানে ১৭টি ব্লকে কাজ হয়, এ বছর ২১টি ব্লকে আমরা পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে। খেজুরী ১ নং ব্লকে ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি ভাল কাজ হয়েছে। জেলার আপন গতিতে কাজ করার জন্য যে প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন তা সব জেলায় নেই। বার্ষিক পরিকল্পনা যখন হয়, তা সব জেলার কথা ভেবেই বাজেট বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু সব জেলা সমানভাবে কাজ করে উঠতে পারে না, ফলে একদিকে যেমন কাজ করার জন্য টাকার দরকার আবার অন্যদিকে বরাদ্দ অর্থ ফেরৎ চলে যায় এ ঘটনাও সত্য। এটা হতে পারে, রাজ্য ই.সি.তে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা জেলায় ঠিক মতো পৌঁছায় না অথবা পৌঁছলেও সেই অনুযায়ী কাজ হয় না। তিনি সকলের কাছে আলোচনার জন্য বলেন, সবাই মিলে ঠিক করা যাক একটা সংগঠন সক্রিয়, তা কিভাবে বোঝা যাবে? সকলে মিলে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সূচকগুলি ঠিক হয় -

১. নিয়মিত কাজ ২. এলাকার মানুষের সাথে সুসম্পর্ক এবং পরিচিতি ৩. একটি কমিটি ও গঠনতন্ত্র থাকবে ৪. সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ ৫. যথেষ্টসংখ্যক সক্রিয় সদস্য থাকবে ৬. ভাল মনিটরিং ব্যবস্থা থাকবে ৭. দৃষ্টান্তমূলক কিছু কাজ থাকবে ৮. একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে ৯. যোগাযোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে ১০. সদস্যদের একটি সুনির্দিষ্ট স্বপ্ন থাকবে ১১. কাজের রেকর্ড এবং তথ্য থাকবে ১২. একটি মুখপত্র থাকবে ও তা বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে ১৩. সম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় ১৪. নিয়মিত সভা ১৫. একটি তহবিল থাকবে ও নিয়মিত তার হিসাব পেশ হবে ১৬. পরিকল্পনা থাকবে ১৭. কাজের বিষয়ে দক্ষ সদস্য থাকবে ১৮. জনপ্রতিনিধি, সরকারি ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যমের লোকেরা সংগঠনের কাজ সম্পর্কে জানবে ১৯. যে কোনো বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকবে ২০. যৌথ নেতৃত্ব ও সকলে মিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ।

এরপর উপরে উল্লিখিত সূচকগুলির ভিত্তিতে জেলা ও ব্লকগুলির বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা হয় এবং বর্তমান অবস্থা থেকে আরও অগ্রগতির জন্য ব্লক ও জেলাভিত্তিক নিয়মিত কাজের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিয়মিত পাঠচক্র পরিচালন, সমপথ ও অন্যান্য আই.ই.সি বিতরণ, সদস্য-সংগ্রহ, শিক্ষা অধিকার আইন সঠিকভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে সভা, এসব কাজ ছাড়াও প্রতি ব্লকে কমপক্ষে দু'টো করে আইসিডিএস সেন্টারের সমস্যা নির্ধারণ ও তার সমাধানের চেষ্টা করা নিয়মিত কাজের জন্য ঠিক করা হয়।

সময়ের অভাবে আলোচ্যসূচির পরবর্তী দু'টো বিষয় পরের সভায় আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং চতুর্থ বিষয় **মডেল স্কুল** নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পাঁশকুড়া ব্লকের সুন্দরগড় ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলায় মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য রাজ্যস্তরে মডেল স্কুল সংক্রান্ত কর্মশলায় অংশগ্রহণ করবেন। যদি কোনো কারণে অসুবিধা হয় তা হলে দেশপ্রাণ ব্লকের একটি স্কুলকে মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তুলতে চিহ্নিত করা হবে।

উত্তর দিনাজপুর :

গত **২৭ জুলাই** রায়গঞ্জের সাংবাদিক ভবনে দীপেন ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্কের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিচয় পর্বের পর সভাপতি শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে বলার জন্য রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডাকে অনুরোধ করেন। স্বপন পন্ডা আইনটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক ও ওয়েবেন-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পর বলেন, আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা আইন নিয়ে আলোচনা নয়, প্রধানত জেলা টিম, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা। ৯ জুলাই রাজ্য কার্য্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূলত: চারটি বিষয় আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি নিয়েই প্রতিবছর বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয় অথচ বরাদ্দ অর্থের বেশ কিছু টাকা ফেরৎ যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করার জন্য। তিনি উপস্থিত সদস্যদের কাছে জানতে চান জেলা টিম কি সক্রিয়, যদি না হয় তবে কিভাবে সক্রিয় করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হোক। প্রত্যুত্তরে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা যা বলেন তা থেকে সংগঠনের দুর্বলতার চিত্রই উঠে আসে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ব্লকভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে জেলা ই.সি. এবং যাঁরা সব সময় কাজ করবেন এমন অল্প কয়েকজনকে নিয়ে একটা জেলা সম্পাদকমন্ডলী গঠন করার প্রস্তাব দেন স্বপন পন্ডা। সেই অনুযায়ী ২১ জন ব্লকভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে জেলা ই.সি তৈরি হয় এবং ৯ জনের জেলা সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হয় এবং স্থির হয় জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কবিতা দাস ও চিরঞ্জীব মজুমদার।

এছাড়াও নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় : -

• প্রতি দু'মাস অন্তর জেলা ই.সি.-র মিটিং হবে • সকলের সুবিধা অনুযায়ী জায়গায় একটা ঘর নেওয়া হবে • রাজ্য ই.সি.-তে কবিতা দাস, রীনা পাসোয়ান ও চিরঞ্জীব মজুমদার জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন • রাজ্য ই.সি.-তে যাবার আগে জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভায় আলোচনা করে যেতে হবে এবং রাজ্য ই.সি. থেকে এসে জেলার মিটিং-এ তা জানাতে হবে • সপ্তাহে একদিন শনিবার জেলা অফিস খোলা হবে। অফিসে সমস্ত তথ্য রাখা থাকবে।

প্রতি ব্লকে ব্লক-টিম ঠিক করা হবে এবং ৯ জনের সম্পাদকমন্ডলীর কমিটি থেকে ২ জন করে প্রতি ব্লকের দায়িত্ব নেবে।

ব্লকগুলির দায়িত্ব পান -

• **করণদীঘি :** চিরঞ্জীব মজুমদার, সঞ্জিত দাস • **হেমতাবাদ :** রীনা পাসোয়ান, সুশান্ত হালদার • **কালিয়াগঞ্জ :** দীপেন ঘোষ, কবিতা দাস • **রায়গঞ্জ :** লক্ষ্মী সরদার, আনিসুর রহমান

এরপর জেলায় মডেল স্কুল তৈরি ও রাজ্যে মডেল স্কুল সংক্রান্ত কর্মশালার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বর্ধমান : গত **২৯ জুলাই** পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা জনকল্যণ সংঘে প্রদীপ মুখার্জীর সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্ক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫টি ব্লকের মোট ২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক অরুন সাঁই সভাপতির অনুমতি নিয়ে প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের **৪ নং বিষয়টি** আলোচনার জন্য প্রস্তাব দেন। সেই অনুযায়ী প্রথমে মডেল বিদ্যালয়-এর সূচক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলার পক্ষে পূর্বস্থলী-২ নং ব্লকের নওপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে **মডেল বিদ্যালয়** হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ৮ আগস্টের রাজ্য কর্মশালায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান ও স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রী যোগদান করবেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মডেল বিদ্যালয় : নওপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রাম+ পো : - হালদি নওপাড়া, পিন - ৭১৩৫১৩
প্রধান শিক্ষক : আবু তৈয়ব
গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান : মুজাফফর আহমেদ
জেলার পক্ষে সমন্বয় করবেন, প্রদীপ মুখার্জী। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম পরে জানানো হবে, সিদ্ধান্ত হয়।

এরপর **জেলা মঞ্চ পরিচালন ব্যবস্থা** নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলার পক্ষে নিয়মিত সমন্বয় করবেন পলাশ কুন্ডু। মন্তেশ্বর ব্লকের বিঘা বিক্রমশীলায় জেলা কার্যালয় থাকবে। রাজ্য ই.সি.-তে প্রদীপ মুখার্জী এবং অরুন সাঁই প্রতিনিধিত্ব করবেন।

অরুন সাঁই একজন সব সময়ের কর্মীর প্রয়োজনের কথা বলেন। কার্তিক চন্দ্র দাস বলেন, রাজ্যস্তরের তুলনায় ব্লকস্তরে খরচ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২০১০-১১ আর্থিক বছরের জেলা ও ব্লক পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ব্লকস্তরে আলোচনা করে কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে।

স্থানীয় ইস্যু হিসেবে জেলায় এনআরইজিএ সঠিকভাবে প্রয়োগ ও দুর্নীতিরোধ করার ওপর জোর দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। *শেষাংশ ৭ পাতায়*

EFA Global Monitoring Report 2010

Reaching the marginalized

বিশ্বের দেশে দেশে নাগালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা

Source : EFA Global Monitoring Report 2010 UNESCO

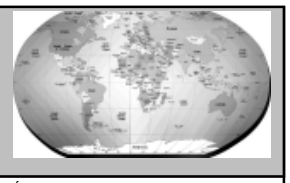

১ এপ্রিল, ২০১০ থেকে ভারতে ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য চালু হয়েছে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা অধিকার আইন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থান নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	দেশ/অঞ্চল	আবশ্যিক শিক্ষা (বয়স)	অবৈতনিক শিক্ষার আইনি নিরাপত্তা
	আরব দেশসমূহ		
০১	আলজেরিয়া	৬-১৬	হ্যাঁ
০২	বাহারিন	**৬-১৪**	হ্যাঁ
০৩	জিবৌতি	৬-১৫	না
০৪	মিশর	**৬-১৪**	হ্যাঁ
০৫	ইরাক	৬-১১	হ্যাঁ
০৬	জর্ডন	৬-১৬	হ্যাঁ
০৭	কুয়েত	**৬-১৪**	হ্যাঁ
০৮	লেবানন	৬-১৫	হ্যাঁ
০৯	লিবিয়া	৬-১৫	হ্যাঁ
১০	মৌরিতানিয়া	৬-১৬	হ্যাঁ
১১	মরোক্কো	৬-১৫	হ্যাঁ
১২	ওমান	____	হ্যাঁ
১৩	প্যালেস্টাইন	৬-১৫	____
১৪	কাতার	৬-১৭	হ্যাঁ
১৫	সৌদি আরব	৬-১১	হ্যাঁ
১৬	সুদান	৬-১৩	হ্যাঁ
১৭	সিরিয়া	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১৮	টিউনিশিয়া	৬-১৬	হ্যাঁ
১৯	ইউ.এ.ই	৬-১১	হ্যাঁ
২০	ইয়েমেন	**৬-১৪**	হ্যাঁ
	মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ		
২১	আলবেনিয়া	৬-১৩	হ্যাঁ
২২	বেলারুশ	**৬-১৪**	হ্যাঁ
২৩	বসনিয়া ও হারজেগোভিনা	____	হ্যাঁ
২৪	বুলগেরিয়া	৭-১৬	হ্যাঁ
২৫	ক্রোয়িশিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
২৬	চেক প্রজাতন্ত্র	৬-১৫	হ্যাঁ
২৭	এস্তোনিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
২৮	হাঙ্গেরি	৭-১৬	হ্যাঁ
২৯	লাটভিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
৩০	লিথুয়ানিয়া	৭-১৬	হ্যাঁ
৩১	মন্টেনেগ্রো	৭-১৪	____
৩২	পোল্যান্ড	৭-১৫	হ্যাঁ
৩৩	মল্ডোভা প্রজাতন্ত্র	৭-১৫	হ্যাঁ
৩৪	রোমানিয়া	৭-১৪	হ্যাঁ
৩৫	রাশিয়ান ফেডারেশন	৬-১৫	হ্যাঁ
৩৬	সার্বিয়া	৭-১৪	হ্যাঁ
৩৭	স্লোভাকিয়া	৬-১৬	হ্যাঁ
৩৮	স্লোভেনিয়া	৬-১৫	হ্যাঁ
৩৯	ম্যাসিডোনিয়া	৬-১৫	হ্যাঁ
৪০	তুরস্ক	**৬-১৪**	হ্যাঁ
৪১	ইউক্রেন	৬-১৭	হ্যাঁ
	মধ্য এশিয়া		
৪২	আর্মেনিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
৪৩	আজারবাইজান	৬-১৬	হ্যাঁ
৪৪	জর্জিয়া	৬-১২	হ্যাঁ
৪৫	কাজাকিস্থান	৭-১৭	হ্যাঁ
৪৬	কিরগিজস্তান	৭-১৫	হ্যাঁ
৪৭	মঙ্গোলিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
৪৮	তাজিকিস্তান	৭-১৫	হ্যাঁ
৪৯	তুর্কমেনিস্তান	৭-১৫	হ্যাঁ
৫০	উজবেকিস্তান	৭-১৭	হ্যাঁ
	পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরিয় অঞ্চল		
৫১	অস্ট্রেলিয়া	৫-১৫	হ্যাঁ
৫২	ব্রুনেই দার-উস-সালাম	____	হ্যাঁ
৫৩	কাম্বোডিয়া		হ্যাঁ
৫৪	চিন	**৬-১৪**	হ্যাঁ
৫৫	কুক দ্বীপপুঞ্জ	**৬-১৪**	____
৫৬	কোরিয়া গণপ্রজাতন্ত্র	৬-১৬	হ্যাঁ
৫৭	ফিজি	৬-১৫	না
৫৮	ইন্দোনেশিয়া	৭-১৫	হ্যাঁ
৫৯	জাপান	৬-১৫	হ্যাঁ
৬০	কিরিবাতি	৬-১৫	না
৬১	লাও গণপ্রজাতন্ত্র	**৬-১৪**	হ্যাঁ
৬২	ম্যাকও, চিন	৫-১৪	____
৬৩	মালয়েশিয়া	৬-১১	না
৬৪	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	৬-১৪	না
৬৫	মাইক্রোনেশিয়া	৬-১৪	না
৬৬	ময়ানমার	৫-৯	হ্যাঁ
৬৭	নাইরু	৬-১৬	না
৬৮	নিউজিল্যান্ড	৫-১৬	হ্যাঁ
৬৯	নিউই	৫-১৬	____
৭০	পালাউ	৭-১৭	হ্যাঁ
৭১	পাপুয়া নিউ গিনি	____	না
৭২	ফিলিপাইনস	৬-১২	হ্যাঁ
৭৩	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র	৬-১৫	হ্যাঁ
৭৪	সামোয়া	৫-১২	না
৭৫	সিঙ্গাপুর	৬-১৪	না
৭৬	সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ	____	না
৭৭	থাইল্যান্ড	৬-১৬	হ্যাঁ
৭৮	তিমোর-লেসতে	৬-১১	হ্যাঁ
৭৯	টোকেলাউ		____
৮০	টোঙ্গা	৬-১৪	না
৮১	টুভালু	৭-১৪	না
৮২	ভানুয়াটু		না
৮৩	ভিয়েৎনাম	**৬-১৪**	হ্যাঁ
	লাতিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ		
৮৪	আঙ্গুইলা	৫-১৭	হ্যাঁ
৮৫	আন্তিগুয়া ও বারবুডা	৫-১৬	হ্যাঁ
৮৬	আর্জেন্টিনা	৫-১৫	হ্যাঁ
৮৭	আরুবা	৬-১৬	____
৮৮	বাহামা দ্বীপপুঞ্জ	৫-১৬	না
৮৯	বারবাডোস	৫-১৬	হ্যাঁ
৯০	বেলিজ	৫-১৪	হ্যাঁ
৯১	বারমুডা	৫-১৬	____
৯২	বলিভিয়া	৬-১৩	হ্যাঁ
৯৩	ব্রাজিল	৭-১৪	হ্যাঁ
৯৪	বৃটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ	৫-১৬	____
৯৫	কেয়ম্যান দ্বীপপুঞ্জ	৫-১৬	____
৯৬	চিলি	৬-২১	হ্যাঁ
৯৭	কলোম্বিয়া	৫-১৫	না
৯৮	কোষ্টারিকা	৬-১৫	হ্যাঁ
৯৯	কিউবা	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১০০	ডোমিনিকা	৫-১৬	না
১০১	ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	৫-১৪	হ্যাঁ
১০২	ইকুয়েডর	৫-১৪	হ্যাঁ
১০৩	এল সালভাডোর	৭-১৫	হ্যাঁ
১০৪	গ্রেনাডা	৫-১৬	না
১০৫	গুয়াতেমালা	৬-১৫	হ্যাঁ
১০৬	গুয়ানা	৬-১৫	হ্যাঁ
১০৭	হাইতি	৬-১১	না
১০৮	হন্ডুরাস	৬-১৩	হ্যাঁ
১০৯	জামাইকা	৬-১২	না
১১০	মেক্সিকো	৬-১৫	হ্যাঁ
১১১	মন্তসেরাৎ	৫-১৬	____
১১২	নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলস	৬-১৫	____
১১৩	নিকারাগুয়া	৬-১১	হ্যাঁ
১১৪	পানামা	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১১৫	প্যারাগুয়ে	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১১৬	পেরু	৬-১৮	হ্যাঁ
১১৭	সেন্ট কিটস ও নেভিস	৫-১৬	না
১১৮	সেন্ট লুসিয়া	৫-১৫	না
১১৯	সেন্ট ভিনসেন্ট /গ্রেনেডিস	৫-১৫	না
১২০	সুরিনাম	৭-১২	হ্যাঁ
১২১	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৬-১২	হ্যাঁ
১২২	তুর্ক ও কাইকস দ্বীপপুঞ্জ	৪-১৬	____
১২৩	উরুগুয়ে	৬-১৫	হ্যাঁ
১২৪	ভেনেজুয়েলা প্রজাতন্ত্র	৫-১৪	হ্যাঁ
	উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ		
১২৫	অ্যান্ডোরা	৬-১৬	____
১২৬	অষ্ট্রিয়া	৬-১৫	হ্যাঁ
১২৭	বেলজিয়াম	৬-১৮	হ্যাঁ
১২৮	কানাডা	৬-১৬	হ্যাঁ
১২৯	সাইপ্রাস	৬-১৫	হ্যাঁ
১৩০	ডেনমার্ক	৭-১৬	হ্যাঁ
১৩১	ফিনল্যান্ড	৭-১৬	হ্যাঁ
১৩২	ফ্রান্স	৬-১৬	হ্যাঁ
১৩৩	জার্মানী	৬-১৮	হ্যাঁ
১৩৪	গ্রীস	৬-১৫	হ্যাঁ
১৩৫	আইসল্যান্ড	৬-১৬	হ্যাঁ
১৩৬	আয়ারল্যান্ড	৬-১৫	হ্যাঁ
১৩৭	ইস্রয়েল	৫-১৫	হ্যাঁ
১৩৮	ইটালি	৬-১৮	হ্যাঁ
১৩৯	লুক্সেমবুর্গ	৬-১৫	হ্যাঁ
১৪০	মলটা	৫-১৬	হ্যাঁ
১৪১	মোনাকো	৬-১৬	না
১৪২	নেদারল্যান্ডস	৫-১৭	হ্যাঁ
১৪৩	নরওয়ে	৬-১৬	হ্যাঁ
১৪৪	পর্তুগাল	৬-১৫	হ্যাঁ
১৪৫	সান মারিনো	৬-১৬	না
১৪৬	স্পেন	৬-১৬	হ্যাঁ
১৪৭	সুইডেন	৭-১৬	হ্যাঁ
১৪৮	সুইজারল্যান্ড	৭-১৫	হ্যাঁ
১৪৯	ইউনাইটেড কিংডম	৫-১৬	হ্যাঁ
১৫০	ইউনাইটেড স্টেটস	৬-১৭	না
	দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া		
১৫১	আফগানিস্তান	৭-১৫	হ্যাঁ
১৫২	বাংলাদেশ	৬-১০	হ্যাঁ
১৫৩	ভুটান	____	হ্যাঁ
১৫৪	**ভারত**	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১৫৫	ইরান	৬-১০	হ্যাঁ
১৫৬	মালদিভি দ্বীপপুঞ্জ	৬-১২	না
১৫৭	নেপাল	৫-১০	হ্যাঁ
১৫৮	পাকিস্তান	৫-৯	না
১৫৯	শ্রীলংকা	৫-১৪	না
	সাব-সাহারান আফ্রিকা		
১৬০	অ্যাঙ্গোলা	৬-১৪	না
১৬১	বেনিন	৬-১১	না
১৬২	বোতসয়ানা	৬-১৫	না
১৬৩	বুরকিনা ফাসো	৬-১৬	না
১৬৪	বুরুডি	____	না
১৬৫	ক্যামেরুন	৬-১১	না
১৬৬	কেপ ভার্দে	৬-১৬	না
১৬৭	মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	৬-১৫	না
১৬৮	চাদ	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১৬৯	কোমোরোস	৬-১৪	না
১৭০	কঙ্গো	৬-১৬	হ্যাঁ
১৭১	কোট ডি'আইভোরি	৬-১৫	না
১৭২	কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র	৬-১৫	হ্যাঁ
১৭৩	ইকয়েটরিয়াল গায়না	৭-১১	হ্যাঁ
১৭৪	এরিট্রিয়া	৭-১৪	না
১৭৫	ইথিওপিয়া		না
১৭৬	গ্যাবন	৬-১৬	হ্যাঁ
১৭৭	গাম্বিয়া	৭-১২	হ্যাঁ
১৭৮	ঘানা	৬-১৫	হ্যাঁ
১৭৯	গিনি	৬-১৬	না
১৮০	গিনি-বিসাও	৭-১২	হ্যাঁ
১৮১	কেনিয়া	৬-১৩	না
১৮২	লেসোথো		না
১৮৩	লাইবেরিয়া	৬-১৬	না
১৮৪	মাদাগাস্কর	৬-১০	হ্যাঁ
১৮৫	মালওয়াই	৬-১৩	না
১৮৬	মালি	৭-১৫	হ্যাঁ
১৮৭	মরিতিয়াস	৫-১৬	হ্যাঁ
১৮৮	মোজাম্বিক	৬-১২	না
১৮৯	নামিবিয়া	৭-১৬	হ্যাঁ
১৯০	নাইজার	____	হ্যাঁ
১৯১	নাইজেরিয়া	**৬-১৪**	হ্যাঁ
১৯২	রয়ান্ডা	৭-১২	হ্যাঁ
১৯৩	সাও টোমো ও প্রিন্সিপ	৭-১৩	হ্যাঁ
১৯৪	সেনেগাল	৭-১২	হ্যাঁ
১৯৫	সেয়চেলেস	৬-১৫	হ্যাঁ
১৯৬	সিয়েরা লিওনে	৬-১১	না
১৯৭	সোমালিয়া	____	না
১৯৮	দক্ষিণ আফ্রিকা	৭-১৫	না
১৯৯	স্বাজিল্যান্ড	____	না
২০০	টোগো	৬-১৫	না
২০১	উগান্ডা	৬-১২	না
২০২	তানজানিয়া	৭-১৩	না
২০৩	জাম্বিয়া জিম্বাবোয়ে	৬-১৩	না
২০৪	জিম্বাবোয়ে	৬-১২	না

সংকলন : রবি রায়

সংবাদ সংকলন ■ বিষয় : স্কুলে শিশু নির্যাতন (শারীরিক - মানসিক) ও প্রতিকারের উদ্যোগ ■ জুলাই-আগস্ট ২০১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ঘটনার তারিখ	ছাত্রছাত্রীর নাম	বয়স	শ্রেণি	স্কুলের নাম	স্থান	অভিযুক্ত	নির্যাতনের কারণ	নির্যাতনের ধরন	নির্যাতনের পরিণতি	শিক্ষক-শিক্ষিকার/স্কুলের বক্তব্য	ব্যবস্থাগ্রহণ/প্রতিক্রিয়া	সংবাদ সূত্র
১০.০৭.১০	তন্ময় দাস	৪	আপার নার্সারি	অরবিন্দ বিদ্যামন্দির	দুর্গাপুর	NA	নিতে আসতে তার বাবার সামান্য দেরি	প্রায় ফাঁকা স্কুলে এক ঘন্টা তাকে আটকে রাখা হয়।	সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।	এই স্কুলের এটাই নাকি নিয়ম !	থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে	আনন্দবাজার পত্রিকা ১১.০৭.১০
১৫.০৭.১০	সিদ্ধার্থ ডেভিড সাহা	?	৮ম	সেন্ট জেমস স্কুল	কলকাতা	অধ্যক্ষ সহ ছয় শিক্ষক	সহপাঠীদের মারা	বেত্রাঘাত ও প্রহার	সে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে	কয়েকবার ফেল করায় ক্লাসের অন্য ছেলেদের থেকে তার বয়স বেশি। তার সুযোগ নিয়ে সে মাঝেমাঝেই সহপাঠীদের মারত।	জানা যায়নি	আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭.০৭.১০
?	তন্ময় রায়	?	৯ম	বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুল	বালুরঘাট	সুশীল মন্ডল	জানা যায়নি	প্রহার	সংজ্ঞাহীন হয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে	জানা যায়নি	ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও এলাকার মহিলারা ওই শিক্ষককে জুতোপেটা করে	আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪.০৭.১০
২৪.০৭.১০	সৃজা দাস	?	১ম	কমলা চ্যাটার্জী গার্লস স্কুল	কলকাতা	মমতা ঘোষ	সে শিক্ষিকার কথা শুনতে চায় নি	প্রহার	সে অসুস্থ হয়ে পড়ে	সে কথা শোনেনি। তাকে মারা হয়নি, বলা হয়েছিল তাকে স্কুলের পর আটকে রাখা হবে এবং তার অভিভাবককে অভিযোগ জানানো হবে।	গ্রেপ্তার	দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৫.০৭.১০
?	বিদ্যুৎ সরকার	?	২য়	নিশ্চিন্দা জিএসএফপি স্কুল	বালি, হাওড়া	মিতা (মিড-ডে-মিল রান্নার এক কর্মী)	জোরে নামতা পড়া	জুতো দিয়ে মারার ভয় দেখানো হয়	তার পর থেকে ভয়ে ছাত্রটি আর স্কুলে যেতে চাইছে না।	''পড়াশোনায় ভাল হলেও.....দুরন্ত''	থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।	আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১.০৭.১০
?	কাজি বাহাউদ্দিন	?	৮ম	সেন্ট বারনাবাস হাই স্কুল		সাবিদুল হক	যথেষ্ট জোরে এক শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া	প্রহার	এতটাই মারা হয় যে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ও তার রক্তপাত ঘটে। কয়েকদিন আগে ছাত্রটির মা মারা যাওয়ায় সে বেশ ভেঙে পড়েছিল ও আস্তে কথা বলেছিল	জানা যায়নি	স্কুলের পক্ষ থেকে থানায় জানানো হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রটির বাবা অভিযোগ তুলে নেয়।	দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ০৩.০৮.১০
০৪.০৮.১০	রঞ্জিত রায় ও সাহেব নস্কর	?	৯ম	রাণিহাটি পল্লীশ্রী বিদ্যানিকেতন	হাওড়া	প্রধানশিক্ষক	একজনকে গলার একটি কালো কার ও মাদুলি খুলতে বলা হলে সে আপত্তি জানায়	বেত্রাঘাত	একজনের বাঁ হাতের আঙ্গুল ভেঙে গেছে	জানা যায়নি	জানা যায়নি	একদিন ০৪.০৮.১০
০৫.০৮.১০	সপ্তর্ষি রায়	৬	১ম	মডেল কিন্ডারগার্ডেন স্কুল	বালি, হাওড়া	''নতুন দিদিমনি''	পড়ে যাওয়া বই তুলতে তার দেরি হয়েছিল	প্রহার	সে অসুস্থ হয়ে পড়ে	জানা যায়নি	জানা যায়নি	দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ০৬.০৮.১০
২০.০৮.১০	আকাশ ব্যানার্জী	?		হিজলি হাইস্কুল	খড়গপুর	অমিতাভ মৃধা	একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার জন্য শিক্ষক তাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বললে সে তা অমান্য করে ক্লাসেই বসে ছিল	প্রহার	সে অসুস্থ হয়ে পড়ে	জানা যায়নি	স্কুলের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে	একদিন ২৬.০৮.১০
১৪.০৮.১০	মহম্মদ সারজিল	১৮	দ্বাদশ	সেন্ট হেলেন স্কুল	কলকাতা	নমিতা নাগ		মানসিক নির্যাতন	ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা	জানা যায়নি	অভিযুক্ত শিক্ষিকা গ্রেপ্তার	একদিন ১৮.৮.১০
১৮.০৮.১০	জানা যায়নি	?	৯ম	কারবালা হাইস্কুল	চৌহাটি, দঃ ২৪ পরগনা	প্রধানশিক্ষক	সহপাঠীর খাতায় শায়েরী লিখে দিয়েছিল	প্রহার	সংজ্ঞাহীন হয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে	অভিযোগ অস্বীকার	থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে	একদিন ২১.০৮.১০

পড়ুয়াদের দৈহিক শাস্তি বন্ধে স্কুলে চিঠি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের : স্কুলে পড়ুয়াদের দৈহিক শাস্তি বন্ধে কলকাতার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। - **আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭.৭.১০**

স্কুলে মারধোরের মোকাবিলায় রাজ্যে এবার নজরদারি কমিশন : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সরকার তাতে নড়েচড়ে বসেছে। পড়ুয়াদের নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে নজরদারি কমিশন করছে রাজ্য সরকার। জেলা ও স্থানীয় স্তর পর্যন্ত এই নজরদারির ব্যবস্থা চলবে। স্কুল শিক্ষা দফতরের সহায়তায় তা গড়বে সমাজকল্যাণ দফতর যার নাম হবে, **'কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট টু এডুকেশন'**, জানিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ দে। চলতি বছরেই এই কমিশন গড়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। - **আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.৭.১০**

কমিশনের সুপারিশে চিঠি স্কুল শিক্ষা দফতরের : রাজ্যস্তরে শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন তৈরি করতে স্বরাষ্ট্র এবং সমাজকল্যাণ দফতরে চিঠি পাঠালেন স্কুল শিক্ষা সচিব বিক্রম সেন। গত সপ্তাহে স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ দে এই কমিশন গঠনের কথা জানিয়ে বলেছিলেন, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দফতর এই কমিশন তৈরি করবে। কিন্তু স্কুল শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন, 'জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা অধিকার আইনে বলা হয়েছে, এই বিষয়টা প্রত্যেক রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনে থাকবে। তাই এই বিষয়টায় আমাদের দফতরের কিছু করণীয় নেই'। তিনি গত ২ আগস্ট আরও বলেছেন, 'এই বিষয়টা আমাদের দফতরের অধীনে নয়। কিন্তু শিক্ষার অধিকার আইনে বলা হয়েছে, পড়ুয়াদের যেন কোনো প্রকার দৈহিক শাস্তি দেওয়া না হয়, সেটা শিক্ষা দফতরকেই দেখতে হবে। সেই কারণেই বিষয়টায় আমরা হস্তক্ষেপ করছি। আইন থাকা সত্ত্বেও এতদিন কেন যে এইরকম একটি কমিশন আমাদের রাজ্যে হয়নি, আমরা তা জানি না। তাই সংশ্লিষ্ট দফতরকে একটা চিঠি দিয়েছি'। **একদিন ০৩.০৮.১০**

স্কুলে শাস্তি রুখতে দু'মাস সময়সীমা আদালতের : রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের ওপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করতে রাজ্য সরকারকে দু'মাস সময় বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। গত ৬ আগস্ট প্রধান বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল ও বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে বলেছে, স্কুলে স্কুলে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার যে নির্দেশনামাটি রাজ্য সরকার আদালতের কাছে পেশ করেছে, সেটি কঠোরভাবে কার্যকর করতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক জেনে যেতে পারেন, যে কোনও রকম শাস্তি আইনত অপরাধ। দু'মাস পরে রাজ্য সরকারকে হলফনামার মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চকে জানাতে হবে, তারা আদালতের নির্দেশ কতটা কার্যকর করেছে। আদালতের নির্দেশে স্বভাবতই খুশি আইনজীবি তাপসকুমার ভঞ্জ। তিনি জানিয়েছেন, এই আইনি লড়াই শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। বেহালায় অন্ধদের স্কুলটিতে শিক্ষকরা শাস্তি দেওয়ার নামে শ্লীলতাহানি করতেন। বই, বেত ও ডাস্টারের সাহায্যে গোপনাঙ্গে আঘাত করা হত। একদিন মেয়েরা প্রতিবাদ করে ওঠে। বিষয়টি সংবাদের শিরোনামে চলে আসে। ব্রেইলে পদ্ধতির মাধ্যমে স্কুলটির ছাত্রছাত্রীরা তাপসবাবুকে বিষয়টি জানালে তিনি হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা করেন। রাজ্য সরকার আদালতের নির্দেশে তিনটি কমিশন বসায়। স্কুলটির বহু শিক্ষকের চাকরি চলে যায়, অনেক শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়। ২০০৩ সালে তাপসবাবু আরও একটি মামলা করেন। সেই মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি অশোককুমার মাথুর এবং বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৪ সালের ২৯ জুন ডিরেক্টর অফ স্কুলকে নির্দেশ দেয়, ডিরেক্টর প্রতিটি জেলার ডিআইকে নির্দেশ দেবেন এবং ডিআই প্রতিটি বিদ্যালয়কে জানিয়ে দেবেন যে, ছাত্রছাত্রীদের কোনওরকম মানসিক ও শারীরিক শাস্তি দিতে পারবেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই কঠোর নির্দেশের পরেও শাস্তির 'ঐতিহ্য' কিন্তু অব্যাহতই থেকেছে। স্কুলের শাস্তিতে রাজ্যে প্রথম প্রাণ যায় বিদ্যাভারতির ছাত্রী ইফতেসাম চৌধুরির। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীটির মৃত্যু হয় ২০০৮ সালের ২৮ নভেম্বর। এরপর মৃত্যু হয় অন্ডাল বালিকা বিদ্যালয়ের বাবলি ঘোষের। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীটিকে ডাস্টার ছুঁড়ে মেরে ফেলেন শিক্ষিকা রেখা ভকত। ঘটনাটি ২০০৯ সালের ১৫ জুনের। হাইকোর্ট ঘটনাটিকে খুনের মামলা হিসাবে বিচার করে শিক্ষিকাকে জেল হেফাজতে রেখে মামলা চালু করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ওই শিক্ষিকাকে আজও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষকদের অত্যাচারে লা মার্টিনিয়ার স্কুলের ছাত্র রুভনজিৎ রাওল আত্মহত্যা করে। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। - **একদিন ০৭.০৮.১০**

১ পাতার শেষাংশ ..... স্কুল ও চৌধুরিবার প্রাইমারি স্কুল, **বর্ধমান জেলার** নোয়াপাড়া এফ পি স্কুল ও **মুর্শিদাবাদ জেলার** কালিনগর প্রাইমারি স্কুল।

এছাড়াও ওয়েবেনের জেলা কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নাফরে জন আন্দোলনের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যা লক্ষ্মী দাস, নাফরে জন আন্দোলনের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য গৌরগোপাল সরদার, ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা, ক্রাই এর প্রতিনিধি সত্য গোপাল দে এবং ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমিন ও রাজ্য আহ্বায়িকা দিপালী নন্দী। কর্মশালাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন গৌরগোপাল সরদার মহাশয়।

প্রাথমিক পরিচয়পর্বের পর ওয়েবেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষা অধিকার আইন আন্দোলনে ওয়েবেনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেন ওয়েবেনের যৌথ নেতৃত্বের অন্যতম আহ্বায়িকা শ্রীমতি দিপালী নন্দী। তিনি বলেন, ওয়েবেন বিশ্বাস করে যাঁদের সমস্যা তাঁরাই সমস্যা সমাধান করতে পারে, ওয়েবেন সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করার কাজ করে এবং সরকারিস্তরে ওকালতি করাও ওয়েবেনের কাজ। তিনি বলেন, জেলা এবং ব্লক কমিটির পাশাপাশি কোথাও কোথাও গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরেও ওয়েবেনের কমিটি গঠন করা গেছে। এরপর সভাপতি মহাশয় শিক্ষা ইস্যুতে ওয়েবেন ও নাফরে জন আন্দোলনের মূল দাবীগুলির কথা অর্থাৎ সমগুণমানের শিক্ষা ও সকলের জন্য শিক্ষার কথা তুলে ধরেন। সভাপতির অনুরোধে এরপর লক্ষ্মী দাস সংক্ষেপে নাফরের ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষা অধিকার আইন আন্দোলনে নাফরের ভূমিকা, নাফরের বিভিন্ন দাবীর কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষাকে কেন্দ্রে রেখে সমাজ বিকাশের ভাবনা মাথায় রেখে নাফরের যাত্রা শুরু। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করার দাবিতে নাফরে কাজ শুরু করে। তিনি সর্বশিক্ষা অভিযান সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে বলেন, মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার নামে সর্বশিক্ষা অভিযান নামক নিম্নমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। তিনি আরও বলেন, এবছরের ১ এপ্রিল থেকে শিক্ষা অধিকার আইন ও কেন্দ্রীয় নিয়ম চালু হয়েছে, কিন্তু আইন কার্যকর করা যাচ্ছে কি? বেশ কিছু রাজ্য কেন্দ্রীয় নিয়মাবলীকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখনও কোনো নিয়মাবলী তৈরি করেনি। আইনকে ভিত্তি করে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। সব রাজ্যেই এই ধরনের কর্মশালা হচ্ছে।

এরপর সত্যগোপাল দে শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করেন ও আদর্শ বিদ্যালয়ের সূচক হিসেবে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। যেমন বিদ্যালয় পরিকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, NCPCR/SCPCR কোন কোন রাজ্যে হয়েছে, মিড-ডে মিলের উপযুক্ত পরিকাঠামো, বিদ্যালয়ে শাস্তিপ্রদান, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ, তথ্য জানার অধিকার আইন প্রভৃতি। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে বলেন সেই সময় বাংলা মাধ্যম স্কুলে কোনোপ্রকার বৈষম্য ছিলনা। তিনি বলেন সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির জন্য প্রাইভেট স্কুলগুলিতে ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রভাব ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম শিক্ষা কমিটি বা স্কুল পরিচালন কমিটিগুলি গঠনের সময় রাজনৈতিক সমীকরণ যেন না হয়, যোগ্য লোক যেন স্থান পায়।

চিররঞ্জন পাল মূলত শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিভিন্ন ধারা, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি শিশুর মধ্যেই অসীম সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই সম্ভাবনা ও শিশুর আগ্রহ বোঝা ও শিশুর মধ্যে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসু মন তৈরির চেষ্টা করা, শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করা ও বিশ্লেষণী মন তৈরি করা। তিনি আরও বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবাল কর্পোরেট স্কুলের কাছে আত্মসমর্পন করে বাছাই পরীক্ষা সংক্রান্ত ধারার সংশোধনের কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষ সক্রিয় উদ্যোগ নিলেই আইনের ইতিবাচক দিকগুলিকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার কাজে যুক্ত রয়েছেন তাঁরাই আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় উদ্যোগ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

স্বপন পন্ডা আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন মূলত সরকারী ব্যবস্থায় বিদ্যালয় উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সুযোগসুবিধাগুলি আছে তা কাজে লাগানোই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। তার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আইনটিতে কি কি বিষয় আছে সেগুলিকে নজরে রাখতে হবে। এরপর তিনি আদর্শ বিদ্যালয়ের সূচক বলতে কি বোঝানো হতে পারে সে বিষয়ে সরাসরি চলে আসেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি মতামত জানাতে বলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের আলোচনায় আদর্শ বিদ্যালয়ের সূচক হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উঠে আসে -

১. বিদ্যালয়ে পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাত হতে হবে ৩০/৪০:১ ২. শ্রেণিপ্রতি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকতে হবে ৩. প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ, অফিস ঘর, কমন রুম থাকবে ৪. ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য শৌচাগার থাকবে ৫. খেলার মাঠ ও উপযুক্ত খেলার সরঞ্জাম থাকবে ৬. জনগণের সঙ্গে সু-সম্পর্ক থাকবে ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে ৭. শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের আন্তরিকতা, ইতিবাচক মানসিকতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে ৮. শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের এবং ছাত্র/ছাত্রীদের সময়মত আসা ও যাওয়া সুনিশ্চিত হতে হবে ৯. সব ছাত্র-ছাত্রী পোশাক (Uniform) পাবে ১০. বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে ১১. বিদ্যালয়টিতে শিশুবান্ধব পরিবেশ থাকবে (সাজানো গোছানো থাকবে) ১২. শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ শুধুমাত্র শিক্ষকতার কাজেই যুক্ত থাকবেন ১৩. মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা গ্রামের দায়িত্বে থাকবে ১৪. বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখা থাকবে ১৫. সরকার অনুমোদিত পাঠক্রম বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে রূপায়ণ হবে ১৬. VEC/MTA/SLMC বিদ্যালয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করবে ১৭. বার্ষিক খেলাধূলা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পালনীয় দিনগুলি সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা হবে ১৮. বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতি থাকবে ১৯. বিদ্যালয়ে বাৎসরিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকবে ২০. ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যসহ কোন প্রকার বৈষম্য থাকবেনা ২১. বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ/সৌরবিদ্যুৎ থাকবে ২২. টিভি/রেডিও থাকবে ২৩. ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৯০% উপস্থিতি থাকবে ২৪. শিক্ষক/শিক্ষিকার পাঠ পরিকল্পনা থাকবে এবং শিশুদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত থাকবে ২৫. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সমান সুযোগ থাকবে ২৬. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংগঠন তৈরি করে নেতৃত্বে আনতে হবে ২৭. ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

সূচক অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ বিদ্যালয় তৈরি করতে কি কি সমস্যা/দুর্বলতা রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উঠে আসে-

১. শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে ২. বিদ্যালয়ে শ্রেণি-সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক/শিক্ষিকার অপ্রতুলতা রয়েছে ৩. বিদ্যালয়ের পাঠদানের সঙ্গে গৃহশিক্ষকের পাঠদানের সামঞ্জস্য নেই ৪. VEC/SLMC সক্রিয় নয় ৫. পিতামাতা এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে ৬. বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিকাঠামোর অভাব ৭. উপযুক্ত শিক্ষণ সামগ্রী/উপকরণের অভাব ৮. শিক্ষক/শিক্ষিকার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাব ৯. বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা নেই ১০. দারিদ্রের কারণে পিতামাতা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক ১১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব ১২. পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে ও যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া যায়না ১৩. সকলের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা নেই এবং যথাসময়ে পাওয়া যায় না ১৪. শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ পাঠদান ছাড়া অন্য কাজে যুক্ত ১৫. সময়মত সিলেবাস সম্পর্ণ করা যায়না ১৬. খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, কর্মশিক্ষা চর্চা অনিয়মিত হয় ১৭. পাঠ পরিকল্পনার অভাব এবং আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতির ঘাটতি ১৮. ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন নেই ১৯. গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয়না ২০. পুষ্টিগুণসম্পন্ন মিড-ডে মিল নিয়মিত নয় এবং শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা শিক্ষকগণ দায়িত্বে থাকেন।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ কি কি হতে পারে সে বিষয়ে সকলে মতামত দেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উঠে আসে -

১. সমীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির সমস্যা চিহ্নিত করা ২. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা ৩. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে VEC/SLMC, অভিভাবক/অভিভাবিকাগণের সঙ্গে আলোচনা করা ৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে SI, শিক্ষা স্থায়ী সমিতি, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, BDO, DPO, Chairman-এর সঙ্গে আলোচনা করা, জেলাস্তরে সভাধিপতি, শিক্ষা স্থায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করা ৫. গ্রাম সংসদে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেওয়া ৬. পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে কাজ চিহ্নিত করে শুরু করা ৭. শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত VEC,SLMC, গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্মশালার শেষার্ধে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা মডেল বিদ্যালয় তৈরির ক্ষেত্রে ওয়েবেন ও নাফরের উদ্যোগকে স্বাগত জানান ও সহমত পোষণ করেন। এই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত উদ্যোগ নেবেন ও বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়গুলিতে ওয়েবেন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিদ্যালয় কমিটির অন্য সদস্যরা আলোচনায় বসবেন বলে স্থির হয়।

এরপর এই কর্মসূচিতে নাফরের ভূমিকা সম্পর্কে লক্ষ্মী দাস বলেন যে শিক্ষা অধিকার আইন বলবৎ হবার পর এই একই পদ্ধতিতে অন্য রাজ্যগুলিতেও কর্মশালা চলছে। কিছু রাজ্যে বিদ্যালয় সমীক্ষা চলছে, তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর জন্য একটি সমীক্ষাপত্র বানানো হয়েছে। এই রিপোর্টগুলি নিয়ে জাতীয়স্তরে আলোচনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৮ শে নভেম্বর যেটি শিক্ষা অধিকার আইন হিসেবে পালিত হয়, ঐদিন একটি জনশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৭ শে নভেম্বর প্রশাসনিকস্তরের ব্যক্তি, শিক্ষক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।

এরপর ওয়েবেনের ভূমিকা সম্পর্কে দিপালী নন্দী বলেন যে আজকের আলোচনা থেকে যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে সেগুলি নিয়ে ব্লকস্তরে ও জেলাস্তরে যৌথ উদ্যোগে ওকালতি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দপ্তরের সাথে। বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে ওয়েবেনের ব্লকস্তরের টিমের সাথে আলোচনা করা হবে। সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা করা হবে যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচী নেওয়া হবে। এছাড়াও শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতন করে তুলতে হবে। ওয়েবেন যেখানে সম্ভব সাধ্যমত সাহায্য করবে। তিনি বলেন সমস্যাগুলি নিয়ে রাজ্যস্তরে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে এবং জাতীয় স্তরে ওকালতি করা হবে। সত্য গোপাল দে প্রস্তাব দেন প্রতিটা দলের শিক্ষা সেল-এর সঙ্গে যোগযোগ করা প্রয়োজন। যে বিদ্যালয়গুলিকে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে, তাদের নিয়েই নাফরের সমীক্ষা চালাতে হবে।

এই কর্মসূচি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে সে বিষয়ে স্বপন পন্ডা বলেন -

১) এই কর্মশালার সিদ্ধান্তপত্রটি অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলিকে পাঠাতে হবে ২) VEC/SLMC সহ শিক্ষকদের সঙ্গে একটি মিটিং-এর তারিখ ঠিক করে নিতে হবে। এই সভায় সমীক্ষার time-frame করে নিতে হবে এবং বিদ্যালয় উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

উপস্থিত চারটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে আলোচনার তারিখ জানান। তারিখগুলি হল-

১) বীরনগর শিমুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালদা - ১৬ আগস্ট

২) নারায়ণিতলা এফ.পি. স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ২৫ আগস্ট

৩) চৌধুরিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর - ৪ সেপ্টেম্বর

৪) মোহনপুর এফ.পি. স্কুল, উত্তর দিনাজপুর - ৯ সেপ্টেম্বর।

অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা জানান তাঁরা ওয়েবেনের রাজ্য অফিসে পরে জানিয়ে দেবেন।

কর্মশালার শেষে গৌরগোপাল সরদার বলেন আজকের এই কর্মশালা আদর্শ বিদ্যালয়ের কর্মসূচির সূচনা মাত্র, যেখানে সরকারের কাছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, শিক্ষক, গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ও বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই আদর্শ বিদ্যালয়ের উদাহরণ তুলে ধরা হবে, এই শপথ সকলকে নিতে হবে। এরপর তিনি ওয়েবেন ও নাফরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩ পাতার শেষাংশ ..... সভায় উপস্থিত রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সমরবরণ মান্না পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, ব্লকস্তরে স্থানীয় উদ্যোগে তহবিল গঠনের কথাও বলেন।

মালদহ :

গত **১ আগস্ট** সুজাপুরে সুজাপুর ব্রিলিয়ান্ট একাডেমিতে নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা নেটওয়ার্কের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক ও জেলা নেতৃত্ব রুহুল আমিন সভাপতির অনুমতি নিয়ে জানান যে গত ১৩ জুলাইয়ের সভায় আজকের আলোচ্যসূচির বিষয়গুলি আলোচিত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, আজকের সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার বক্তব্য থেকে জানা যায়, জেলার মোট ৮টি ব্লকে বর্তমানে কাজ হয়। জেলার সভা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্লকে হয়। জেলায় যুগ্ম আহ্বায়করাই নেতৃত্ব দেন। জেলা ই.সি এবং জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। বর্তমানে জেলাকমিটির মোট সদস্য ২২ জন এবং সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ৯ জন। মালদহ শহরে একটি জেলা অফিস নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়।

এরপর ব্লকগুলিকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক ভিত্তিতে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয় -

• **কালিয়াচক-১ :** নজরুল ইসলাম, মিনি খাতুন, সারিকা বানু • **কালিয়াচক-২:** রুহুল আমিন, হাবিবুর রহমান • **কালিয়াচক-৩:** অখিল মন্ডল, রাজকুমার মন্ডল, ইলা মৈত্র • **মানিকচক :** আনন্দ মন্ডল, মইনুল হক, রেজাউল আখতার • **বামনগোলা :** প্রদীপ পাল, ইফসানা খাতুন, হাসিনা খাতুন • **ইংলিশ বাজার :** নজরুল ইসলাম, তাহেবা খাতুন, সুব্রত মজুমদার • **চাঁচল-১ :** লাল মহম্মদ, আখতার হোসেন • **চাঁচল-২ :** সরিফুদ্দিন আহমেদ, জালালুদ্দিন আহমেদ, অমল চন্দ্র প্রামাণিক।

জেলা কমিটি থেকে এক ব্লকের প্রতিনিধি অন্য ব্লকে গিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সক্রিয় করার জন্য নিম্নলিখিতরূপে দায়িত্ব দেওয়া হয় :

• **চাঁচল-১ :** সরিফুদ্দিন আহমেদ, জালালউদ্দিন আহমেদ • **চাঁচল-২ :** নজরুল ইসলাম • **কালিয়াচক-১ :** আনন্দ মন্ডল • **কালিয়াচক-২ :** অখিল মন্ডল, ইলা মৈত্র • **কালিয়াচক-৩ :** হাসিনা খাতুন • **মানিকচক :** রুহুল আমিন, হাবিবুর রহমান • **ইংলিশ বাজার :** আখতার হোসেন • **বামনগোলা :** নজরুল ইসলাম

রিপোর্ট এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় রুহুল আমিন, অখিল মন্ডল এবং তাহেবা খাতুনকে। সমপথ বিতরণ ও তার হিসাব রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় নজরুল ইসলামকে। রাজ্য ই.সি.তে জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য হাসিনা খাতুনের পরিবর্তে ইলা মৈত্রের নাম প্রস্তাব করা হয় ও তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে জয়শ্রী মন্ডলের পরিবর্তে সরিফুদ্দিন আহমেদের নাম প্রস্তাব করা হয় ও তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর ২০১০-১১ **আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনা** নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং জেলাস্তরে কিছু কর্মসূচি ঠিক করা হয়। ব্লকস্তরের কাজ ব্লকে আলোচনা করে ঠিক করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলার কর্মসূচি নিম্নরূপ :

• পাঠচক্র মোট ৬টি অনুষ্ঠিত হবে। সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন। মূল দায়িত্বে সরিফুদ্দিন আহমেদ। মালদহ শহরে আয়োজন করা হবে। আনুমানিক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩০ • জেলা ই.সি. মিটিং হবে মোট ৪টি। মালদহ শহরে হবে। আগস্ট, অক্টোবর, জানুয়ারি, মে। মূল দায়িত্ব যুগ্ম আহ্বায়কদের। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২২ • জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভা মোট ৭টি, মালদহ শহরে। সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, জুন। মূল দায়িত্ব যুগ্ম আহ্বায়কদের। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১১ জন • জেলায় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে ১টি। জানুয়ারি মাসে। মূল দায়িত্ব রুহুল আমিনের। আনুমানিক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২০০০ • জেলায় ১টি মডেল বিদ্যালয় গঠন করা হবে। কালিয়াচক-৩ ব্লকে। সারা বছর ধরেই কাজ চলবে। মূল দায়িত্বে অখিল মন্ডল ও রাজকুমার মন্ডল • সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সাথে আলোচনা ১টি, মালদহ শহরে অনুষ্ঠিত হবে। রুহুল আমিন মূল দায়িত্বে থাকবে। আনুমানিক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০ জন • জেলা শাসক, সভাধিপতির সাথে ওকালতি ১টি, মালদহ শহরে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। মূল দায়িত্বে রুহুল আমিন • শিশু সম্মেলন হবে ২টি, মালদহ শহরে। জানুয়ারি এবং মে মাসে। মূল দায়িত্ব যুগ্ম আহ্বায়কদের • সিসিআরপি-র সাথে একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হবে। সিসিআরপির সাথে আলোচনা করে সময় স্থির করা হবে • স্থানীয় সমস্যা বাল্যবিবাহ নিয়ে কাজ করা হবে বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।

এরপর **মডেল বিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনায়** সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলার তরফে মডেল বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

বিদ্যালয়ের ঠিকানা : গ্রাম+ পো: লক্ষ্মীপুর, থানা - বৈষ্ণবনগর, পিন-৭৩২২১০

প্রধান শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম পরে জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কলকাতা :

গত ৪ **আগস্ট** জেলা নেটওয়ার্কের কার্য্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভার শুরুতে কোলকাতা জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক রাজেশ জয়সওয়াল আলোচ্যসূচির চারটি বিষয়েই বলেন এবং প্রথম বিষয়টিতে মোহিত রনদীপকে বিশেষভাবে বলার জন্য অনুরোধ করেন। মোহিত রনদীপ তার বক্তব্যে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, উপস্থিতি দেখে সংশয় হয় জেলা ওয়েবেনের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। সব সংগঠনের একই বিষয়ে কাজ না করা একটা কারণ হতে পারে, যদিও সকলেই কমবেশি শিশুদের নিয়েই কাজ করে থাকেন। শিক্ষাকে মূল ইস্যু করে কাজ করা যেতে পারে। অন্যান্য জেলার কাজের সাথে কোলকাতা চ্যাপ্টারের কাজ মিলবে না। জেলাতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের একটি গণভিত্তি আছে। কলকাতার তা নেই। কলকাতা যা করতে পারত তা হল - জেলাগুলির সমস্যা নিয়ে রাজ্যস্তরে ওকালতি, ডেপুটেশন, সাংবাদিক সম্মেলন, প্রকাশনা, ধারণা বা মতামত তৈরি (concept building) সম্পদ গোষ্ঠী জড়ো করে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণাপত্র (concept paper) তৈরি করা যেতে পারে। ওয়েবেন গুণগত মানের শিক্ষার কথা দীর্ঘদিন বলে আসছে, সে বিষয়ে কোনো পেপার নেই। স্কুলে দৈহিক শাস্তি নিয়ে এত হইচই হল, ওয়েবেনের কি কিছু বলার ছিল না? পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া নিয়ে ওয়েবেনের স্ট্যান্ড পয়েন্ট কি? এইসব বিষয়ে ধারণা তৈরি করার প্রসেস শুরু করা দরকার। পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে ওয়েবেনে বক্তব্য নিয়ে একটা বুকলেট তৈরি করা উচিত। স্কুলে দৈহিক শাস্তি নিয়ে কনভেনশন করা যেতে পারে। রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন করা নিয়ে ওকালতি করা বিশেষ প্রয়োজন।

সৌমি ব্যানার্জী জানান, দৈহিক শাস্তি বিষয়ে ২৪ আগস্ট নন্দন চত্বরে প্রাজকের পক্ষে একটি প্রচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজেশ জয়সওয়াল বলেন, বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তির বিষয়ে এই ধরনের মাইনরিটি ইনস্টিটিউট এর ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ (Right of minorities to establish and administer educational institutions - explanation :- it is legal position that the state cannot impose any restriction on the right of the minorities to adminster educational institutions so long as such institutions are unaided by the state, except to the limited extent that regulations can be made for ensuring excellence in education) সংশোধন না করলে আইন কার্যকর করার অসুবিধা আছে। আমরা সংশোধনের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিতে পারি।

ওয়েবেনের কো-অর্ডিনেটরদের পক্ষে বলা হয়, মোহিত রনদীপ যে বিষয়গুলি আলোচনা করলেন তার সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিপূর্বে কোলকাতা চ্যাপ্টারের সভায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই কাজগুলো করতে গেলে কাজ করার জন্য একটা ছোটো টিম থাকা দরকার এবং তার জন্য দায়িত্ব বন্টন করা দরকার। না হলে এসব কিছুই আলোচনার স্তরে থেকে যাবে। প্রতীক ব্যানার্জী বলেন, সবার কমন ইন্টারেস্ট এর জায়গা যদি শিক্ষা হয় তাহলে নেটওয়ার্কের কাজে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। জীতেন্দ্র রথ বলেন, আগের দুটো সভা এবং এই সভা দেখে আমার মনে হয়েছে কোলকাতা ওয়েবেনের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। সৌমি ব্যানার্জীর মত, বিভিন্ন বিষয়ে কাজের জন্য সাব-কমিটি গঠন করলে কাজের সুবিধা হতে পারে। তিনি প্রসঙ্গত জানান, প্রাজকের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের জন্য রাজ্যপালের কাছে ১০,০০০ পোস্টকার্ড পাঠানোর। মোহিত রনদীপ বলেন, কোলকাতা চ্যাপ্টারের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাব-কমিটি গঠন বাস্তবসম্মত হবে না, বরং ৩-৪ জনের একটা ছোটো টিম তৈরি করে একজন কনভেনার থাক, এই চারজনের টিমে তিনি নিজে থাকতে রাজি আছেন বলে জানান। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে চারজনের একটি টিম তৈরি করা হয়। রাজেশ জয়সওয়াল, মোহিত রনদীপ, সৌমি ব্যানার্জী ও একজন রাজ্য সঞ্চালক থাকবেন।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তথ্য ওয়েবেন-এর রাজ্য অফিসেই থাকবে সেখান থেকে সবাই সংগ্রহ করে নেবেন।

এরপর ২০১০-১১ **সালের জেলা পরিকল্পনা** নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মোট তিনটি বিষয়ে ছ'টি পাঠচক্র আয়োজন করা হবে। বিষয় - দৈহিক শাস্তি, পাশ-ফেল প্রথা, শিশুবান্ধব বিদ্যালয়। পাঠচক্র আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন মোহিত রনদীপ। এছাড়া মন ফাউন্ডেশন গুণগত মানের শিক্ষা নিয়ে প্রতি তিনমাস অন্তর যে পাঠচক্রের আয়োজন করছে সেই পাঠচক্রে সবাই অংশগ্রহণ করবেন।

জীতেন্দ্র রথ বলেন, ধারণা তৈরি ও ওকালতির জন্য তথ্যের প্রয়োজন। রিপোর্ট কার্ড তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষা অধিকার আইনের একবছর পর অবস্থার কতটা উন্নতি হল সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোলকাতার র‍্যালির পরিবর্তে প্রশাসনের সাথে ওকালতির জন্য কথোপকথন (Inter-active discussion)-এর আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণমাধ্যমের সাথে ওকালতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিশুর অংশগ্রহণ নিয়ে ধারণাপত্র (Concept paper) তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিশুর অংশগ্রহণ বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩১ মার্চ অথবা ১ এপ্রিল, ২০১১ শিক্ষা অধিকার আইনের একবছর পূর্তিতে শিক্ষা পরিস্থিতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে এই বিষয়ে প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পাঠকের মতামত

গত ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষা অধিকার আইন দেশজুড়ে চালু করেছে (১ম-৮ম শ্রেণি) তাতে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মান একেবারে পিছিয়ে যাবে বলে মনে করি। ইতিপূর্বে রাজ্য সরকার প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছে। এবার হাইস্কুলগুলিতেও শিক্ষার মান পিছিয়ে দেওয়ার জন্য পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। উপরন্তু স্কুলে স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু হয়েছে। এতে পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। যখন কোন ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক জানতে পারছে যে স্কুলে পড়াশুনা হচ্ছে না, পাঠশালার পরিবর্তে তা খিচুড়ির পাকশালায় পরিণত হয়েছে তখন সেই অভিভাবক হাঁড়ি-ঘটি বিক্রি করে বা যে করেই হোক তার ছেলেমেয়ের শিক্ষালাভের জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য দৌঁড়চ্ছে। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার ও বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং অলস হয়ে পড়বে। তারা ভাববে, যখন পরীক্ষায় বসলেই পাস করা যাবে তখন আর স্কুলে গিয়ে কি লাভ। এইভাবে শিক্ষার আলো নিভে যাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য তৈরি হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। এখন মেরুদন্ড যেটুকুওবা আছে, পাস-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হলে তাও অবশ হয়ে পড়বে। ধরা যাক এখন একটি শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হল, তারপর সে পড়াশুনা না করেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে যাবে। তারপর নবম-দশম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিলে তা হবে ঐচ্ছিক। এতে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একবার কি কেউ ভেবে দেখেছেন? ■ **আব্দুল ওয়াহিদ ও নুরজামান শাহ,** গ্রাম : হেরামপুর পাঁচরাহা, মুর্শিদাবাদ

শিশু সুরক্ষার অধিকার ও আমরা

পার্থসারথি দাশ

কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, শেয়াল, গরু-ছাগলের বাচ্চারা বড় হলে তারা কুকুর-বিড়াল-শুয়োর ইত্যাদি হয় - তার জন্য কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু মানুষের বাচ্চারা বড় হলেই মানুষ হয় না - তাদেরকে কষ্ট করে মানুষ করতে হয়। আর তা না করলে মনুষ্য দেহধারী হলেও মানুষ হয়ে ওঠেনা সকলে। সে কারণেই শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই তার সুরক্ষার ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জরুরী।

আন্তর্জাতিকভাবে শিশু বলা হয়ে থাকে ০-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মানব সন্তানকে। জুভেনাইল অ্যাক্ট-এ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু বলে ধরা হয়েছে। ১৮ বছর বয়স না হলে ভোটাধিকারও হয় না। ১৮ বছরের কম বয়সী কন্যার বিবাহকে শিশু বিবাহ বলে ধরা হয়। অথচ ২০০৯ সালের ৪ঠা আগস্ট পাশ হওয়া 'শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯)' (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act-2009)-এ বলা হয়েছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা। কেন্দ্রিয় সরকারই শিশুর অধিকারকে ব্যবচ্ছেদ করে খণ্ড-বিখণ্ড করছে - এর প্রতিকার হওয়া দরকার।

একটি শিশু পৃথিবীর আলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু অধিকার জন্মায়। প্রথমত সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার অধিকার। যত্নে লালিত পালিত হয়ে সুষম খাদ্য পাওয়ার অধিকার, শৈশব থেকে সমগুণমানের শিক্ষা পেয়ে মানুষ হবার অধিকার। এই অধিকারগুলি প্রাথমিকভাবে পিতা-মাতা ও পরিবারের সকলের কাছ থেকে, সমাজের সকল মানুষের কাছ থেকে, শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে - সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সমভাবে শিশুর পাবার কথা। কিন্তু শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমানুপাতিক কোনোওভাবেই নয়। শিশুদের প্রতি বৈষম্যে ভরা আচরণ অধিকাংশ শিশুকে মনুষ্যত্বে উত্তরিত হতে দেয়না।

দারিদ্রসীমার নীচে বাস করা গ্রামাঞ্চলের সত্তরভাগ মানুষ দু'বেলা পেটভরে খেতে পায়না। অধিকাংশের নিয়মিত কোনো রোজগার নেই। ফলে দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা দুর্বিসহ। ফলে গড়পড়তা শিশু তার প্রয়োজনীয় খাদ্য-যত্ন-পরিচর্যা-পোশাক-পরিচ্ছদ পায়না। রোগ-ব্যাধিতে উপযুক্ত চিকিৎসা পায়না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রচারে যতটা হয় ততটা বাস্তবে পাওয়া যায় না। ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের শিশুরা কেবল দু'বেলা পেটভরে খাবার প্রয়োজনে ও পরিবারে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন শৈশবেই পড়াশোনার ইতি ঘটিয়ে হোটেলে, চায়ের দোকানে, বাবুর বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে যায়। সেখানে পান থেকে চুন খসলেই দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দুই-ই জোটে। পাশাপাশি বাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রার বৈভব তাদেরকে ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী করে তোলে মা-বাবা, সমাজের বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রিয় সরকার শিশুশ্রম বিরোধী আইন করেছেন। কিন্তু শুধু আইন করে শিশুশ্রম ঠেকানো কখনোই সম্ভব নয়। কোনো বাবা-মা-ই নিজের সন্তানকে অনাহারে অর্ধাহারে শুকিয়ে মরতে দেখতে চান না, রোগ-ব্যাধিতে বিনা চিকিৎসায় বা অপচিকিৎসায় মরতে দিতে চান না। এমনকি অতি অল্প বয়সে তার বয়সী শিশু যখন পরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে যাচ্ছে তখন নিজের ছেলে-মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে বাবুর বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা করে মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে পাঠাতে চান না। পাঠাতে হয় বাধ্য হয়ে - যখন দারিদ্র্যের চাপে ক্ষুধার পেটে একমুঠো খাবারও তুলে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

গ্রামাঞ্চলের বহু নাবালিকা আজও পাচার হয়ে যাচ্ছে ভিনরাজ্যের দালাল মারফৎ। বিয়ের নাম করে দরিদ্র পিতা-মাতাকে প্রলুব্ধ করে কতশত নাবালিকা পাচার হয়ে নিষিদ্ধপল্লী বা ভিনদেশে অর্থবান মানুষের যৌনসঙ্গী হতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? সরকারী হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গ নারীপাচারের শীর্ষস্থানে। অথচ পুলিশ প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলে এ সংখ্যা অবশ্য কমানো যেতো। কেবল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে এর সুরাহা করা অসম্ভব।

সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সচেতন মানুষ শিশুর সুরক্ষার বিষয়টিকে নজর না দিলে বৈষম্যের শিকার এই শিশুরাই বিদ্রোহী হবেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিশু সুরক্ষার অনন্য নজির!

পরিচারককে পিটিয়ে খুন : গত ২৩ আগস্ট হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার এক পানের দোকানের মালিক বাবলু চৌরাশিয়ার বাড়িতে কর্মরত ১৩ বছরের বালক বিকাশ রামকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। বিকাশের বাড়ি বিহারের গ্রামে। অনেকদিন সে বাড়ি যায়নি, বাড়ি যাবার জন্য ছুটি চেয়েছিল। এই অপরাধেই তার এই শাস্তি। পুলিশ বাবলুকে গ্রেপ্তার করেছে।
- দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৪.০৮.১০

★

পরিচারিকার গায়ে গরম জল : ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা হারা পুতুল খাতুন নামে বছর চোদ্দর এক পরিচারিকাকে কথামতো কাজ না করায় গায়ে গরম জল ঢেলে শাস্তি দিলেন রোহনাজ বেগম নামে এক মহিলা চিকিৎসক। গত ২৬ আগস্ট সকালে ঘটনাটি ঘটে হুগলি জেলার পান্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড়-বিটাশীল গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাহাটি গ্রামে। পুতুলকে গুরুতর আহত অবস্থায় পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। চিকিৎসকটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুতুল ঐ গ্রামেরই মেয়ে। বাবা-মাকে হারিয়ে ছোটবেলা থেকেই সে প্রতিবেশী মাহিলা বিবির কাছেই বড় হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে সে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে কাজ করছিল।
- একদিন ২৭.০৮.১০

সমপথ
নির্বাচিত রচনা সংকলন
বিনিময় - পনেরো টাকা

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯
প্রাসঙ্গিক কথা
বিনিময় - দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
ওয়েবেন কার্যালয়
৬০এ/২ ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১
দূরভাষ : ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত। দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ২ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য